**বিশ্ব পানি দিবস ২০১৯ উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

**ভাষণ**

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ২৮ চৈত্র, ১৪২৫, ১১ এপ্রিল ২০১৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

 আসসালামু আলাইকুম।

‘বিশ্ব পানি দিবস ২০১৯’‌‌‌‌ উপলক্ষে আমি উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও সম্ভ্রমহারা দু’লাখ মা-বোনকে। সমবেদনা জানাচ্ছি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি।

এ বছর বিশ্ব পানি দিবসের প্রতিপাদ্য, ‘‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌Leaving no one behind’, যা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা SDG’রও মূল বিষয়। পানির অধিকারকে জাতিসংঘ মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৬-এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য পানির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

২০১৫ সালে SDG’র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এর অর্ধযুগেরও আগে ২০০৮ সালে আমরা রূপকল্প ২০২১ ঘোষণা করি। আমাদের রূপকল্পে সকলের জন্য নিরাপদ এবং সুপেয় পানির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করি। ইতোমধ্যে ৮০% মানুষের জন্য নিরাপদ এবং সুপেয় পানির ব্যবস্থা আমরা করেছি। ২০২১ সালের মধ্যে আমরা শতভাগ মানুষের কাছে নিরাপদ ও সুপেয় পানি পৌঁছে দিতে পারব বলে আশা করি।

সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশের মোট আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ পানি সম্পদ। আবহমান কাল ধরে এদেশের মানুষের জীবন-জীবিকা পানিকে ঘিরেই আবর্তিত হত।

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে আমাদের দেশের পানি ব্যবস্থাপনা উজানের দেশের উপর নির্ভরশীল। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতির পিতা আন্তঃসীমান্ত পানি ব্যবস্থাপনার জন্য ১৯৭২ সালে ‘যৌথ নদী কমিশন-জেআরসি' গঠন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালে ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং তা বাস্তবায়ন করে। ভারতের সঙ্গে অন্যান্য নদীর পানি বণ্টন নিয়ে আমরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। ২০১১ সালে ভারতের সঙ্গে স্বাক্ষরিত হয়েছে Framework Agreement on Cooperation for Development.

সুধী,

বিভিন্ন কারণে এক সময়ের খরস্রোতা নদীগুলো মরে গেছে। অপরিকল্পিত বাঁধ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ, উজান থেকে নেমে আসা পলিমাটি, নদী ভাঙন ইত্যাদি কারণে আমাদের নদীগুলো ভরাট হয়ে গেছে। পানি ধারণ ক্ষমতা এবং নাব্যতা হারিয়ে ফেলেছে।

আমরা ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নদীর গতিপথ ও নাব্যতা পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিয়েছি। পাশাপাশি উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ শক্তিশালীকরণ এবং প্লাবনভূমির সঙ্গে নদীর সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষায় নদীর তীর বরাবর বাফারজোন তৈরির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

নদ-নদীর সুরক্ষা ও নৌপরিবহনকে নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সরকার ৭টি ড্রেজার সংগ্রহ করেছিলেন। এর দীর্ঘ সময় পর আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯-১৩ মেয়াদকালে আরও ১৪টি ড্রেজার সংগ্রহ করে। বর্তমানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২২টি, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় এবং সেনাবাহিনীর আওতায় ৪০টি ড্রেজার রয়েছে। আরও ৮০টি ড্রেজার সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন আছে। চলতি মেয়াদে ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ পুনঃখনন করে নৌ চলাচলের উপযোগী করা হবে।

নদীতে শিল্পবর্জ্য ফেলা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে। ইতোমধ্যে ঢাকার আশেপাশের নদীগুলোর দু"পাড়ের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। দেশের অন্যান্য স্থানেও একই ধরনের অভিযান পরিচালনা করা হবে। কোন নদী যাতে কারও দখলে না থাকে সে ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দিচ্ছি।

ঝড়-জলোচ্ছ্বস থেকে উপকূলীয় এলাকা রক্ষার জন্য উপকূল রেখাব্যাপী ৫০০ মিটার চওড়া স্থায়ী সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা হচ্ছে। সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও লবণাক্ততা রোধ এবং সুন্দরবনের অববাহিকা অঞ্চলের মিঠা পানি সরবরাহের জন্য গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে তখনই দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। জাতির পিতা ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পানি উন্নয়ন বোর্ড। আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে পানি সম্পদ উন্নয়নের একটি সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে।

“নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন নীতিমালা”, “জাতীয় পানি নীতি”, “বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড” আইনসহ বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা আমরা প্রণয়ন করেছি। ২০১৮ সালে আমরা “বাংলাদেশ পানি বিধিমালা” প্রণয়ন করি যার আওতায় জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় দেশে আন্তর্জাতিকমানের পানি সম্পদ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।

সুধিমন্ডলী,

বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। জলবায়ুর ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবিলা করে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আমরা “বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০” Delta Plan-২১০০ প্রণয়ন করেছি।

২০১৪ সালে প্রতিবেশি দেশের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি করে আমরা সর্বমোট ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র অঞ্চল লাভ করেছি। এই বিস্তীর্ণ সমুদ্র অঞ্চল Blue Economy বা সুনীল অর্থনীতি বিকাশে অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। আমরা সমুদ্রসম্পদের সর্বোচ্চ, টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে চাই।

সুধিবৃন্দ,

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এসডিজি-৬-এর আওতায় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পানি’র উপর নির্ভরশীল প্রতিবেশের সুরক্ষার সঙ্গে এসডিজি-১৪ এর আওতায় সামুদ্রিক প্রতিবেশের সুরক্ষা নিবিড়ভাবে জড়িত। নদীর উৎস থেকে মোহনা হয়ে সমুদ্র পর্যন্ত পানি, প্রতিবেশ সুরক্ষায় একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আওতায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ আমাকে এসডিজি বিষয়ক জাতিসংঘের High Level Panel on Water-এর অন্যতম সদস্য ও এশিয়ার অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। ফলে, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে একটি রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠার দায়বদ্ধতা বেড়ে গেছে।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নির্ধারিত সময়ের আগেই আমরা এসডিজি-২০৩০-এর পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারব বলে আমি বিশ্বাস করি।

নিরাপদ খাবার পানি এখন একটি সর্বজনীন সমস্যা। বিশ্বের কয়েক শ কোটি মানুষ আজ নিরাপদ খাবার পানি থেকে বঞ্চিত। প্রয়োজনের তুলনায় পানির সরবরাহ কম থাকায়, পানি ব্যবহারে আমাদের আরও সচেতন ও মিতব্যয়ী হতে হবে।

পাশাপাশি ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়াতে হবে। বিশেষ করে আমাদের কৃষিক্ষেত্রে পানির অপচয় রোধ করতে হবে। জলাধার নির্মাণ করে সেখানে পানি ধরে রাখতে হবে। সেই পানি সেচের কাজে লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে পানির চাহিদা অনেকাংশে মেটানো সম্ভব বলে আমি মনে করি।

শহরাঞ্চলে আমাদের অনেকেই অযথাই পানি অপচয় করে থাকেন। ওয়াসা যে পানি সরবরাহ করে তা অতি মূল্যবান। নদী থেকে পানি এনে সেই পানি শোধন করে সরবরাহ করতে হয়। এই শহরের অনেক মানুষ এখনও যথেষ্ট পানি পায় না। কাজেই আপনার পানির অপচয় করা মানে আরেকজনকে বঞ্চিত করা।

বিশ্ব পানি দিবসে আমি সকলের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানাই- আমরা এক ফোটা পানির অপচয় করব না, এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

আমরা উন্নয়নশীল দেশের কাতারে সামিল হয়েছি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.৮৬ শতাংশ যা ২০২৩-২৪-এ ১০ শতাংশে উন্নীত হবে বলে আশা করছি। ২০০৫-০৬ সালে বিএনপি-জামাত সরকারের সময়ে যে মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ৪২৭ ডলার, তা এই অর্থবছরে ১ হাজার ৯০৯ ডলারে উন্নীত হবে। আমাদের এই অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হলে, পানিসহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, তবেই আমরা একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়তে পারব।

আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে “বিশ্ব পানি দিবস, ২০১৯” এর কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...